সমগ্র পৃথিবীর নিরামিষভোজীদের প্রকারভেদ

নিরামিষভোজনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি আগেই বলা হয়েছে তদুপরি গৃহীত খাদ্যের ধরণের উপর ভিত্তি করে সমগ্র পৃথিবী নিরামিষভোজীদেরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

- ***Lacto-ovo vegetarianism:*** *এই দলের নিরামিষভোজীগণ দুধ ও ডিম খায়; কিন্তু মাছ-মাংস খায়না।*
- ***Lacto vegetarianism****: এই প্রকারের নিরামিষভোজীগণ দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য খেয়ে থাকে কিন্তু ডিম খায়না।*
- ***Ovo-vegetarianism****: কিছু সংখ্যক নিরামিষভোজী ডিম খায় কিন্তু দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য খায়না। এরা ovo-vegetarian.*
- ***Veganism:*** *আরেকটি দল হলো এটি, যারা সর্বপ্রকার প্রাণীজাত খাদ্য যেমন মাছ-মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, মধু ইত্যাদি কোনটাই খায়না। তারা vegan নামে পরিচিত।*
- ***Raw veganism****: **এই** দলের অন্তর্ভূক্তগণ কেবলমাত্র কাঁচা এবং রান্না করা হয়নি এমন ফল ফলাদি, বাদাম, বীজ এবং শাক্ সজি খায়।*
- ***Fruitarianism****: যারা কেবলমাত্র ফল, বাদাম, বীজ এবং উদ্ভিদের এমন সব অংশকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে যা সংগ্রহে উদ্ভিদের জীবন বা প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। উদ্ভিদের জীবন বা প্রাণ সংক্রান্ত মহাগুরু রমিজের একটি অতুলীয় ও চমকপ্রদ আধ্যাত্মিক মতাদর্শ রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে।*
- ***Su Vegetarianism****: এ দলের লোকগণ (যেমন- বৌদ্ধধর্মে) সকল প্রাণীজাত খাবার, এমনকি নির্দিষ্ট কিছু শাক্ সজি, যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, পেঁয়াজ জাতীয় উদ্ভিদ ইত্যাদি খায় না।*

এগুলো ছাড়াও এমন অনেক কড়া নিরামিষভোজী রয়েছেন যারা পশুজাত উপাদান ব্যবহারের দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্য দ্রব্য বা পানীয় গ্রহণ করেন না। এরকম কিছু খাদ্যের উদাহরণ হলো- পশুর পাকস্থলী হতে নিঃসৃত এন্‌জাইম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত মাখন, পশুর চামড়া ও হাড় দ্বারা তৈরী সিরিশ, পশুর হাড় হতে উৎপন্ন বস্তু দ্বারা সাদা করানো চিনি (যেমন-আঁখের চিনি, কিন্তু বীটের চিনি নয়) এবং চূর্নকৃত ঝিনুক ও স্টার্জন মাছ দ্বারা পরিশোধিত অ্যালকোহল।

এখানে উল্লেখ্য যে, অ্যালকোহল বা মদ্য পান করা বা যে কোন প্রকারের চিত্তবিকৃতকারী মাদক বা পানীয় গ্রহণ মহাগুরু রমিজ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন।

Semi-vegetarian বা অর্ধনিরামিষাশী: এই দলের অন্তর্গত ব্যক্তিরা তাদের খাদ্যে পোল্ট্রি, ডিম এবং দুগ্ধজাত খাদ্যের সাথে মাছকেও যুক্ত করে নেয় কিন্তু মাংশকে নয়। তবে সাধারণভাবে এরকম মৎস্য বা পোল্ট্রি ভিত্তিক খাদ্যকে নিরামিষ ধরা হয়না এই যুক্তিতে যে, মাছ এবং পাখিরা জীব এবং এই নীতিবোধ থেকেই নিরামিষভোজীরা 'অর্ধনিরামিষভোজী' শব্দটি নিয়ে বিতর্ক করে থাকেন।

মহাগুরু রমিজ প্রবর্তিত বিধানের অনুসারীগণ মূলত ল্যাক্টো ভেজিট্যারিয়ান (Lacto vegetarian)। মহাশক্তি রমিজ মধুপান করাও নিষেধ করেছেন, যেহেতু মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করতে গেলে মৌমাছিদের আবাসন ধ্বংস করতে হয়, যা কিনা জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।